

পিরিং-এর ডায়রি

আমি পিরিং। (নামটা শুনে অমন মুখ করার কি হল? আমাদের পরিবারে সকলেরই ওরকম নাম। বরং তোমাদের নামগুলোই - থাক্, আর বলে কাজ নেই) আমি থাকি দশ ফুট বাই দশ ফুট একটা ঘরে। আমার রুমমেট রুদ্র। নামেই রুমমেট, আসলে ঘরটার পুরোটাই প্রায় ও দখল করে থাকে। ওর বাবা নাকি খুব বড়লোক। কেন যে তবে এই ঘরে ভাড়া থাকে, নিজেই জানে। হয়তো আমার মতোই গুপ্তিসুদ্ধ লোকের সাথে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। অসম্ভব কিছু নয় - যা মেজাজ! এই তো সেদিন - বসে বসে কি একটা বই পড়ছিল। আমি ওর ঘাড়ের উপর দিয়ে একটু উঁকি মেরে দেখতে যাচ্ছিলাম; হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আমায় দেখতে পেয়েই ভয়ানক রেগে গেল। প্রায় আমায় মারতে আসে আর কি! আমি বাবা তাড়াতাড়ি সরে এসেছিলাম। কি দরকার ঐ ছ-ফুট লম্বা ষড়্‌ঘাটার সাথে হাতাহাতি করার?

অথচ এমন নয় যে খুব মন দিয়ে বইটা পড়ছিল। অবশ্য যার বইয়ের তাকে 'আদর্শ ডায়রি লিখন' রাখা থাকে, তার সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে আর মন্তব্য না করাই ভাল।

আসলে রুদ্র ব্যাটা ঐরকমই। বেশীরভাগ সময় তো আমায় গ্রাহ্য করার প্রয়োজনই মনে করে না। আমিও যে এই ঘরে থাকি সে কথাটা মনে থাকে কিনা সন্দেহ! আর কালেভদ্রে যখন আমার কথা খেয়াল হয়, তখনই একরাশ বিরক্তিতে তার ভুরু-টুরু কঁচকে যায়। দুঃখের কথা আর কত বলব!

দরজা খোলার আওয়াজ - ঐ বুঝি রুদ্র মহারাজ ফিরলেন। আজ এইটুকু থাক।

এই ঘরটা ছেড়ে দেব কিনা ভাবছি। এরকম রুমমেটের সাথে বেশীদিন থাকা সম্ভব নয়। কাল রাতে ফেব্রার পর ঘরে ঢুকে রুদ্র সটান খাটে গিয়ে বসে পড়ল - জুতো অবধি খুলল না! তারপর কাকে যেন ফোন করে 'আমাদের ছোট নদী' শোনাতে লাগল। শোনানো শেষ হবার পর ফোন রেখে দিয়ে চিৎপটাং হয়ে মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়ল। বুঝে দ্যাখো কাণ্ডখানা!

হতছাড়া নির্ঘাৎ নেশা-টেশা করে এসেছিল । কালকে ওর চোখ দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল । তাছাড়া রুদ্র সুস্থ অবস্থায় কোনো কবিতা টানা মুখস্থ বলে যেতে পারবে, এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয় । সন্ধ্যাবেলা তো আমার বাড়ি যাবে বলে বেড়িয়েছিল । আমার বাড়িই বটে ! এরপর প্রতি শনিবারই এরকম চলবে নাকি ?

প্রায় একমাস হয়ে গেল ডায়রি লিখিনি । সময় পাইনি তা নয় , লিখতে ইচ্ছে করেনি । ডায়রি মানেই যে ধরাবাঁধা সময় মেনে লিখতে হবে একথা আমি বিশ্বাস করি না ।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতি শনিবারই রুদ্র সেই এক খেল দেখিয়ে যাচ্ছে । তবে ‘আমাদের ছোট নদী’ বদলে এক এক দিন এক এক কবিতা । গত শনিবার আবার বেসুরো গলায় ‘জনগনমন’ গাইছিল । ওফ্ , বাপরে ! জাতীয় সঙ্গীতের এমন অপমান !

আজকেও আবার একখানা কান্ড করবে । করবেই । এখন এটা প্রতি শনিবারের রাতের রুটিন হয়ে গেছে । আমি বরং আজকে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব - হতভাগাটা ফেরার আগেই । তারপর সে ব্যাটা যা খুশী করুক গে ।

লোকজনের গলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেছিল । তাকিয়ে দেখি ঘরভর্তি লোক । আর দেখলাম - (সিন্টা মনে পড়লেই শরীর খারাপ লাগে) - মেঝে থেকে দুফুট উঁচুতে রুদ্রর পায়ের পাতা শূন্যে অল্প অল্প দোলা খাচ্ছে , আর ছাঁদ থেকে ঝোলানো গামছার ফাঁসটা রুদ্রর গলায় শক্ত করে ঐটে বসে আছে , রুদ্রর চোখদুটো তখনো খোলা , যেন ঠিকরে বেড়িয়ে আসছে - উফ্ ! বীভৎস !!

ধড়মড় করে উঠে বসে দেখলাম পুলিশও এসে পড়েছে । তারা আবার ডিটেক্টিভ গল্পের পুলিশের চাইতেও বোকা । আমাকে যে জেরা করা উচিত , সেই বোধটুকুও নেই । আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমিই বলে দিতে পারতাম - এটা স্যার অতিমাত্রায় নেশা করার ফল ছাড়া আর কিছুই নয় । কে জানে , হয়তো গতকাল স্কুদিরামের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়েছিল !

রুমমেট মারা গেলে কিছুক্ষণ শোকপ্রকাশ করাটাই বোধহয় রীতি । কিন্তু কি

করব - দুঃখ টুংখ তো হচ্ছে না কিছুতেই । রুদ্র ছোঁড়া খুব যে ভালোমানুষ ছিল , তা তো নয় । একসাথে থাকতাম , অথচ পিৎজা অর্ডার দিলে খালি নিজের জন্যই আনাতো , সেকথা কি ভুলে গেছি নাকি?

কিন্তু এইবেলা মানে মানে ঘর থেকে কেটে পড়াটাই উচিত মনে হল - পুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ে কাজ নেই বাপু । তাছাড়া ঘরের বাইরে দাড়িয়ে দুজন অফিসার আবার কিসব আলোচনা করছে । একটু শুনে আসি

গোলমালে ব্যাপার ! কিসব শুনছি ! এদের তো দেখছি গুপ্তিশুদ্ধ সকলে পটাপট মরতে শুরু করেছে । কাল বিকেলের দিকে নাকি রুদ্রর বাবাও দেহ রেখেছেন । অবশ্য তাঁর তো শুনছি অনেক বয়স হয়েছিল । কিন্তু আসল কথা অন্য - রুদ্রর বাবা নাকি আমি যা শুনেছিলাম তার চাইতে অনেকএক বেশী বড়লোক - মানে টাকার অঙ্কটা কোটি ছাড়িয়ে যায় । আর এই অ্যাত্তো অ্যাত্তো টাকা সব নাকি নিয়মমতো রুদ্রর হয়ে গিয়েছিল কাল বিকেল থেকে । তবে তাতে লাভটাই বা কি হল ? নেশাখোরটার এ ব্যাপারে কোনো আইডিয়া ছিল বলে তো মনে হয় না - বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিল কিনা তাই সন্দেহ ! বলেছিলাম না , কোনো যোগাযোগ রাখে না - মানে ইয়ে - রাখত না ।

বাদ দাও এসব কথা । বেল পাকলে কাকের কি ? রুদ্র বিশাল কোটিপতি হলেই বা আমার কি এসে যেত ?

পুরো রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ ! কিংবা আরো ভয়ঙ্কর !

কাল রাতে এমনিতেই ঘুম আসছিল না - খালি গামছাবাঁধা রুদ্রর ছবি চোখে ভাসছিল । এমনি সময়ে দেখি কে যেন আমাদের ঘরের দরজাটা খুলছে ।

এই ফাঁকে বলে রাখি - আমাদের বিল্ডিং-এর প্রত্যেকটা ফ্ল্যাট এর ডুপ্লিকেট চাবি রাখা থাকে দারোয়ানের কাছে । যাতে কারুর চাবি হারিয়ে গেলে টেলে চট করে দরজা খোলার ব্যবস্থা করা যায় । দারোয়ান লোকটি অত্যন্ত বিশ্বাসী । বছ বছর ধরে আছে - আজ অবধি কারুর একটা কুটোও চুরি যায়নি ।

তাই যখন দেখলাম সেই দারোয়ান রাত তিনটের সময় চাবি দিয়ে আমাদের

ঘরে ঢুকছে , তাও আবার কোনো নক্ না করেই - সত্যি বলতে কি , ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিলাম । কিন্তু ব্যাপারটা কদুর গড়ায় দেখবার জন্য কিছু বললাম না , মটকা মেরে শুয়ে থেকে ঘুমোনের ভান করলাম ।

এরপর যা হল , তা আরো অদ্ভুত ! দারোয়ান এসে রুদ্রর বেডসাইড টেবিলের পাশে দাড়াল , তারপর তার একদম তলার তাকে কি একটা রেখে দিল । আমার দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত ! কিরকম একটা অদ্ভুত ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে চলে গেল ।

এইসব দেখে তো আমার কৌতূহল সপ্তমে চড়ে গেল । তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখলাম - দারোয়ান যেটা রেখে গেছে সেটা একটা কাগজ । তাতে টাইপ করে অনেক কিছু লেখা , আর একদম নিচে রুদ্রর সই । ভাবো একবার !

কাগজে যা লেখা ছিল তার মূল বক্তব্য হল : রুদ্র তার যাবতীয় সম্পত্তি তার ম্যাজিশিয়ান মামার নামে ‘উইল্’ করে দিয়ে গেছে । তিনদিন আগে হলেও এই উইল্‌টা দেখে হাসাহাসি করতাম - সম্পত্তি বলতে তো একগাদা পুরনো বই-খাতা , কিছু নোংরা জামাকাপড় আর মুঠো মুঠো চুয়িংগামের ছেঁড়া খোসা ।

কিন্তু ব্যাপার এখন গুরুতর । এই উইলের দাম এখন কোটি টাকা । পুলিশ যদি এটা খুঁজে পায় , তাহলে তো রুদ্রর সেই ম্যাজিশিয়ান মামা রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যাবে ! আর একথা আমি হলফ্ করে বলতে পারি রুদ্র সেসব ভেবে এই উইল্ করেনি । আদৌ ও উইল্ করতে যাবেই বা কেন ?

মামা আবার হিপনোটাইজ্-ফাইজ্ করে রুদ্রকে দিয়ে উইল্-এ সই করিয়ে নেয়নি তো ? আচ্ছা , সত্যি কি এটা হতে পারে ? মানে এটা কি সম্ভব ? অবশ্য কেনই বা নয় ? ম্যাজিশিয়ানরা তো লোককে হিপনোটাইজ্ করে স্টেজে অনেক কিছু করিয়ে নেয় শুনেছি - আপেল ভেবে কাগজের বল খাওয়া , পোষা কুকুর ভেবে পাথরের মূর্তিকে আদর করা , আরও কত কি । সেখানে একটা কাগজে সই করিয়ে নেওয়া কি এমন কঠিন ? কিন্তু কেন ? রুদ্রকে দিয়ে উইল্ বানিয়ে লাভ কি ? সে যে ছট করে আত্মহত্যা করে বসবে সেটা তো আর কেউ জানত না ! আর তাছাড়া কাকতালীয়ভাবে কয়েক ঘন্টা আগে বাবার মৃত্যু না হলে , রুদ্রর নিজের সম্পত্তি বলতে তো কিছুই ছিল না । তাহলে ?

এইমাত্র দুম করে এমন একটা বীভৎস কথা মাথায় চলে এল - সেটা লিখব

কিনা ভাবছি । আচ্ছা , টাকার জন্য মানুষ কতদূর যেতে পারে ? বা , নামতে পারে ?
বা করতে পারে ?

এটা কি হতে পারে - মানে ধরা যাক , নেহাতই তর্কের খাতিরে - যে
রুদ্রকে হিপনোটাইজ করে ম্যাজিশিয়ান মামা প্রথমে উইল্-এ সই করিয়ে নিয়েছে ,
তারপর বাধ্য করেছে গলায় গামছা বেঁধে বুলে পড়তে ? সম্ভব ?

জানিনা এসব আমি কি লিখছি , কেন লিখছি । কোনো প্রমাণ ছাড়াই এরকম
একটা ফ্যান্টাস্টিক থিয়োরি খাড়া করা কি উচিত হচ্ছে ? কিন্তু - প্রমাণ কি সত্যিই
নেই ?

গত একমাস ধরে রুদ্র যে প্রতি শনিবার রাত করে ফিরত - প্রথমদিন কিন্তু
ও মামাবাড়ি যাবে বলেই বেড়িয়েছিল । আমি তখন বিশ্বাস করিনি , কিন্তু কথাটা সত্যি
হতেও তো পারে ? প্রতি শনিবারই যদি ও সেই ম্যাজিশিয়ান মামার বাড়ি গিয়ে থাকে
? আর ফিরে এসে রুদ্রর ওই খ্যাপামো - যদি বলি , সবটাই মামার সম্মোহন-এর
জাদু , হিপনোটাইজম্ ঠিকঠাক কাজ করেছে কিনা সেটা যাচাই করে নেবার জন্য নেট
প্র্যাকটিস্ ?

ওদিকে রুদ্রর বাবারও অনেক বয়স হয়েছিল । কে জানে , হয়তো বা
কিছুদিন ধরেই ভুগছিলেন । যদি বলি মামা শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিল ? রুদ্রর মা
অনেকদিন আগেই মারা গেছিলেন । বাবার মৃত্যুর পর তাই স্বাভাবিকভাবে সব সম্পত্তি
আইনত রুদ্রর হয়ে যাবার কথা । আর , সত্যিই যদি রুদ্রর দূর সম্পর্কের ওই মামা
এত কিছু করে থাকেন , তাহলে রাত্রিবেলা দারোয়ানকে বশ করে ঘরে নকল উইল্
রেখে দেওয়া তো ছেলেখেলা !

নাহ ! আর ভাবতে পারছি না । এই উইল্ কিছুতেই পুলিশের হাতে
পড়তে দেওয়া যায় না । বলা হয়নি , গতকাল রুদ্রর বাড়ি নামানোর পর পুলিশ ঘর
সার্চ করতে শুরু করেছিল । বোধহয় সুইসাইড নোট-এর খোঁজে । কিন্তু তখন একটা
ফোন আসার পর “এক্ষুণি বড়সাহেবের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে , মিনিষ্টারের
ডিউটি পড়েছে” বলে অফিসার বাকিদের নিয়ে রওনা দিয়েছিল । যাবার আগে বলে
গেছিল কেউ যেন ঘরের জিনিসপত্রে হাত না দেয় , দুদিনের মধ্যেই পুলিশ এসে আবার
সার্চ করবে ।

আমি অবশ্য ওরা চলে যাবার পরেই চুপিচুপি আবার ঘরে ফিরে এসেছিলাম
। যাইহোক , যা বলছিলাম - আমাকে খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা করতে হবে । বলা
যায় না , পুলিশ যে কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে । হাতে সময় খুব কম ।

কাম ফতে ! নকল উইলে রুদ্রর সই এর জায়গার কাগজটা কেটে দিয়েছি । এখন উইল্ হিসেবে ওই কাগজের কোনো মূল্য নেই । আশা করছি কাগজের বয়ানটা দেখে পুলিশের সন্দেহ হবে । ওরা তখন নিশ্চয়ই তদন্ত করে সব সত্যি খুঁজে বার করবে । ম্যাজিশিয়ান মামার উচিত শিক্ষা হবে । কিন্তু মামা যদি আবার সম্মোহনের ভেল্কি লাগিয়ে পুলিশের হাত ফসকে বেরিয়ে আসে ? তাহলে আমার আর কিছু করার নেই । আমি যতটুকু করতে পারতাম , করেছি । মামার কুটিল ষড়যন্ত্র সফল হতে দিইনি - এটাই আমার সান্ত্বনা ।

কিন্তু এদিকে যে একটা নতুন আতঙ্ক মনে বাসা বাঁধছে । যদি সত্যি সত্যি মামা আইনের নাগাল থেকে বেরোতে পারে , তবে সে কি আমায় রেহাই দেবে ? টাকার জন্য যে নিজের ভাগ্নেকে খুন করতে পারে , সে কি আমার উপর প্রতিশোধ নিতে আসবে না ? হে ভগবান ! কি দরকার ছিল এসবের মধ্যে ঢোকান ? কেন পাকামো করতে গেলাম আমি ? ভাগ্নেকে খুন করে মামা বড়লোক হতই বা যদি - আমার কি !

এবার আমি কি করব ? পালাবো ? কোথায় পালাবো ? কিছু বুঝতে পারছি না , কিছু মাথায় আসছে না ।

কাল রাতে টেনশনের চোটে কি যে সব ছাইপাঁশ বকছিলাম ! আসুক না মামা - আমার ভারি বয়েই গেল । সে যত বড় ম্যাজিশিয়ানই হোক , যতই ভাগ্নেকে বশ করে ফাঁসিতে ঝোলোক - আফটার্ অল্ সে তো একজন মানুষ , নাকি ? একটা পিঁপড়েকে খুঁজে বার করে তার উপর বদলা নেবে , এ সাধ্য তার নেই । আর আমারও দ্যাখো , কেমন সঙ্গদোষ ! এদের সাথে থেকে থেকে - আমি যে আদতে একটি ডেঁয়ো পিঁপড়ে , সে কথাটা খেয়ালই থাকে না !

~~~সমাপ্ত~~~